দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 20 DEC 1991
পৃষ্ঠা ২ কলাম ১

ক্যাম্পাসে আর্মড ক্যাডারে নতুনদের রিক্রুটমেন্ট

■ ফরিদুজ্জামান ফরিদ ■

আর্মড ক্যাডার। ক্যাম্পাসে খুব পরিচিত শব্দ। ছাত্র সংগঠনগুলোর সশস্ত্র কর্মীদের এ নামেই চিনে সবাই। আর্মড ক্যাডারের পুরোনোদের নিয়ে এখন ঝামেলা অনেক। তাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বড় ছাত্র সংগঠনগুলোর আর্মড ক্যাডারে নতুনদের রিক্রুট করা হচ্ছে। প্রায় মাস চারেক ধরে এ প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে বলে জানা গেছে। ক্যাম্পাসে আধিপত্য বিস্তারের লক্ষ্যে ছাত্র সংগঠনগুলোতে সশস্ত্র কর্মী লালনের নজির দীর্ঘদিনের। ছাত্র সংগঠনগুলোর এ সশস্ত্র কর্মীরাই ক্যাম্পাসে যাবতীয় সন্ত্রাসের হোতা। একের পর এক নানা অঘটন ঘটিয়ে এদের অনেকেই এখন চিহ্নিত হয়ে পড়েছে। এতে তাদের নানা অপকীর্তির জন্য সংশ্লিষ্ট ছাত্র সংগঠনের ঘাড়ে অনেক দুর্নাম চাপছে। তাছাড়া এদের অনেকের নামেই এখন খুন, জখম, ছিনতাইসহ বিভিন্ন ধরনের মামলা ঝুলছে। কেউ কেউ আবার গ্রেফতারও হয়ে যাচ্ছে। এ অবস্থায় আধিপত্য বিস্তারের লড়াই অব্যাহত রাখার জন্য দু'তিনটি বড় ছাত্র সংগঠনে সশস্ত্র কর্মী বাহিনী হিসেবে নতুনদের ১১-এর পৃঃ ৮-এর কঃ দেখুন

আর্মড ক্যাডার

প্রথম পৃষ্ঠার পর

সংগঠিত করা হচ্ছে। জাতীয় পর্যায়ের কিছু রাজনৈতিক নেতা ও ছাত্র সংগঠনগুলোর কেন্দ্রীয় পর্যায়ের কিছু নেতা এর নেপথ্যে রয়েছেন বলে জানা গেছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক হলগুলোর কিছু নির্দিষ্ট কক্ষে এসব নতুন কর্মীদের অস্ত্র চালনা শিক্ষা দেয়া হয় বলে, সাধারণ ছাত্ররা জানিয়েছেন। গত দেড় মাসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সকল সন্ত্রাসী ঘটনা ঘটিয়েছে এ নতুন সশস্ত্র কর্মীরাই।

এদিকে নতুন সন্ত্রাসী বাহিনী গড়ে তোলার এ ঘটনা ক্যাম্পাসের সাধারণ ছাত্র-শিক্ষকদের উদ্বিগ্ন করে তুলেছে। এ প্রসঙ্গে একজন শিক্ষক মন্তব্য করেন, চিহ্নিত সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে যে ব্যবস্থাই নেয়া হোক না কেন; যতদিন রাজনৈতিক আধিপত্য বিস্তারের এ হীন চেষ্টা অব্যাহত থাকবে, ততদিন সন্ত্রাসমুক্ত ক্যাম্পাস আশা করাটাই বৃথা।